দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

1086

শিক্ষাঙ্গন

খুলনা হোমিও কলেজের সমস্যা

খুলনা হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজটির সমস্যা অনেক। এসব সমস্যার মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, লাইব্রেরী, খেলাধূলার সরঞ্জাম, ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম, কেন্টিন ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবই প্রধান। ১৯৫৬ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কলেজের কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা সরকার থেকে অনুদান পাননি। বর্তমানে কলেজটিতে ৩৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ১২শ ছাত্র-ছাত্রী থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেনি। অথচ এই কলেজটি দেশের বৃহত্তম হোমিও মেডিকেল কলেজ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই সমৃদ্ধ গ্রন্থগারটির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অতিমূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া গ্রন্থাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা খুবই কম।

প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিলের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার অসুবিধা হচ্ছে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ মূল্যে বাজার থেকে বই ক্রয় করে পড়াশুনা চালাতে হয়, যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

বর্তমানে কলেজটিতে ছেলেদের জন্য দু'টি হোস্টেল আছে। কিন্তু মেয়েদের জন্য একটিও হোস্টেল নেই। অথচ এই কলেজটিতে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে একটি মহিলা শাখা রয়েছে। তাছাড়া ছেলেদের জন্য যে দু'টি হোস্টেল আছে তাতে সীটের সংখ্যা মাত্র ৬০টি। কলেজের জমি থাকা সত্ত্বেও গৃহের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা হোস্টেলে সীট পায় না। এছাড়া ছাত্রদের হোস্টেলে কমন রুম ও ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা গৃহের অভাবে হচ্ছে না। হোস্টেলে সীটের সংখ্যা কম থাকাতে ৬০টি সীটের স্থলে প্রায় ১শ' ছাত্রের বসবাস করতে হচ্ছে। প্রতি বছর অনেক ছাত্র হোস্টেলে সীট না পাওয়ার দরুন কলেজে ভর্তি হয়েও পড়াশুনা করতে পারে না।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাস বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও অর্থের অভাবে বা সরকারী অনুদানের অভাববে ছাত্রাবাসের সীট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারছেন না। এছাড়া হোস্টেল দু'টি সংস্কারের অভাবে নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকারী সাহায্যের অভাবে এগুলো সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। হোস্টেলগুলোর বাথ রুম ও পায়খানা নিয়মিত পরিষ্কার না করায় দুর্গন্ধে সেখানে প্রবেশ করা যায় না। ছাত্রদের খেলাধূলা করার জন্য দু'টি ছাত্রাবাসের কোনটিতে মাঠ নেই। তাছাড়া ছাত্ররা অন্য কোথাও খেলাধূলা করবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ খেলাধূলার কোন সরঞ্জাম নেই।

কলেজটিতে প্রতিদিন সকাল ৭-৩০ মিনিটে ক্লাস শুরু হয়। কিন্তু এই বৃহৎ কলেজটিতে একটিও কেন্টিনের ব্যবস্থা নেই। ফলে, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেরই সকালে কিছু না খেয়ে ক্লাস করতে হয়।

কলেজের চারদিকে দেয়াল না থাকায় রাতের বেলায় কলেজটি বহিরাগত কিছুসংখ্যক উচ্ছৃংখল ব্যক্তির আড্ডাখানায় পরিণত হয়।

কলেজের পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। সরকারী কোন সাহায্য না থাকার দরুন বছরে ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্র ২/১টি ডিসেকশন ক্লাস পেয়ে থাকে। এছাড়া পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় রীতিমত ব্যবহারিক ক্লাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল রয়েছে। এতে প্রতিদিন অনেক রোগী আসে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু ওষুধ দিয়ে রোগীকে বিদায় করা হয়। তাছাড়া আধুনিক যুগের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির প্রচুর অভাব রয়েছে হাসপাতালটিতে। যা সরকারী অনুদান বা সাহায্য ছাড়া সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয়।

কলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা রয়েছেন, তাদের সরকারী সাহায্যের অভাবে চরম দৈন্যের ভিতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। হোমিওপ্যাথির স্বার্থে তথা রুগ্ন মানুষের সেবক তৈরী করার লক্ষ্যে অবিলম্বে কলেজটির সরকারী স্বীকৃতি প্রয়োজন।

—স, ম, মনির হোসাইন।